বাংলাদেশে পাহাড়ের ঢালুর গায়ে স্তরে স্তরে চাষাবাদের কারণে জনগণের আয় বেড়েছে এবং ভাঙ্গন কমেছে

ওয়াশিংটন, ২রা আগষ্ট --- মাসুদ আহমদ নিজেকে পরিচয় দেন বাংলাদেশের উওর পূর্বাঞ্চলীয় হাইল হাওর জলাভূমিতে আনারস চাষের প্রবর্তক হিসেবে। গত ২০০২ সালে আহমেদ যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) সাথে পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে চাষাবাদ নামে পরিচিত এক প্রকার চাষ পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে তার আনারস উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ শুরু করেন।

ইউএসএআইডি ঐ অঞ্চলে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধে পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে চাষাবাদ চালু করে। প্রথমে এই পদ্ধতি তেমন একটা জনপ্রিয়তা পায়নি। আহমদ স্মরণ করেন-ঐ পদ্ধতি গ্রহণ করায় "অন্যান্য কৃষক তাকে পাগল বলত"। বিগত ২০ বছর যাবৎ বন উজাড় এবং ভূমির ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার এসব জলাভূমিতে ভূমিক্ষয়ের হারকেই শুধু বৃদ্ধি করেছে। পাহাড়ের ঢালুতে সনাতন পদ্ধতিতে আনারসের চাষ ভূমির ক্ষতি করছে সবচেয়ে বেশী। বর্ষাকালে ভারী বৃষ্টির সাথে বয়ে আসা মাটিতে নিম্ন জলাভূমি ভরাট হয়ে যায় এবং দ্রুত পলি জমা হয়ে জলাভূমির আবাসস্থল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় এখানকার প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতির বিলুপ্তিও ঘটে।

পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে চাষাবাদ পদ্ধতি গ্রহণ করার পর আহমেদের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুন বেড়ে যায়। ১০ হেক্টর জমির মধ্যে পাঁচ হেক্টর জমিতেই সে এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করেছে। তবে সকল জমিতে এই পদ্ধতিতে চাষাবাদের পরিকল্পনা তার রয়েছে। উৎপাদনে আহমেদের ঐ অভাবনীয় সফলতা দেখে যারা পাহাড়ের ঢালুর গায়ে স্তরে স্তরে চাষাবাদ পদ্ধতিকে পাগলামি বলত তারাসহ অতিরিক্ত ২০ জন কৃষক তাদের নিজস্ব জমিতে একই পদ্ধতি ব্যবহার করছে এবং সমপরিমান ভূমি ব্যবহার করে অতিরিক্ত ৫০ শতাংশ আয় করতে সমর্থ হয়েছে।

আহমেদ বলেন," পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে চাষাবাদ পদ্ধতি গ্রহণের ফলে আমি ভূমিক্ষয় রোধ এবং আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমরা এর আগে এমন ফলন আর দেখিনি।"

---

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্‌স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* dhaka.usembassy.gov *এ যোগাযোগ করুন।*